কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান । ১

মাসুদা সুলতানা রুমী

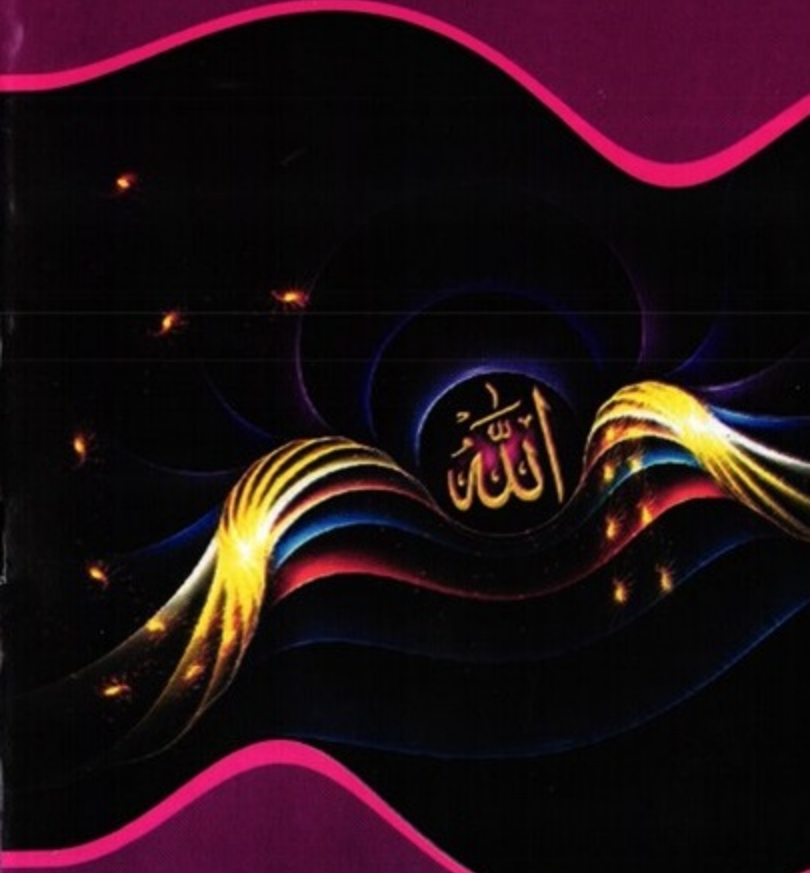

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১

মাসুদা সুলতানা রুমী

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন
বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.amarboi.org

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১
মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক ঃ
জনাব নূর মোহাম্মদ (ইঞ্জিনিয়ার)
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ জুন ২০০৮
তৃতীয় প্রকাশ জুন ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

বর্ণ বিন্যাস ঃ
নিউ একতা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র।

Kusongskarachonno Eman-1 : Written by Masuda Sultana Rumi, Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, Banglabazar, Dhaka-1100. Price : 25.00 Only

www.amarboi.org

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এতোটা দুর্বল ও ঘোলাটে যে, এ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়েও কেউ ইসলামের নিরিখে প্রকৃত সত্য ও মিথ্যা এবং হক-বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। একজন মুসলিম তার আকিদা বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিত, কেমন হওয়া উচিত নয়, কিসের ভিত্তিতে আকিদা বিশ্বাস গড়ে ওঠা উচিত তা তিনি বুঝতে পারেন না। সমাজে এমন অনেক নামধারী ঈমানদার দীনদার ও পরহেজগার মুসলমান রয়েছেন, যাদের ঈমান মোটেই সহী নয়। তাদের সরল বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের মতো মারাত্মক গলদ। তারা সত্য দূরে ফেলে মিথ্যা কল্পকাহিনীকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরে আছেন। তারা আছেন মস্ত বড় গোলক ধাঁধায়।

এ ধাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বাতিল যুগে যুগে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে নেবার জন্য, বিশেষ করে ইংরেজরা ভাড়াটে লেখক দিয়ে বড় বড় মুসলিম মনীষীদের নামে অনেক অবাস্তব ও অলৌকিক কল্পকাহিনী রচনা করেছেন। রচনা করেছেন মারেফতী, জারি-সারিসহ নানা রকম কিচ্ছা-কাহিনীর বই। এগুলোকে কিতাব বলা হয়। এসব কাহিনী বহুল প্রচারিত এবং খুব জনপ্রিয়ও। অনেক আলেম বক্তাও এসব বানোয়াট কিচ্ছা সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং সভা মাহফিলে বয়ান করে থাকেন। এর ফলে অশিক্ষিতগণ তো বটেই সাধারণ শিক্ষিত লোকও এসব গালগল্প বিশ্বাস করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এগুলো যাচাই করার ক্ষমতা এদের নেই।

আকিদা বা বিশ্বাস ঈমান। আর ঈমানের উপরই নির্ভর করে সকল ইবাদতের ফলাফল। তাই অবাস্তব ও অন্ধ আকিদা বা বিশ্বাস কোনো মুমিনের থাকতে পারে না। মাসুদা সুলতানা রুমী একজন ইসলামী চিন্তাশীল লেখিকা। সমাজের সরল ধর্মপ্রাণ নর-নারীদের ঈমান আকিদার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। আলোচ্য পুস্তিকায় তিনি বহুল প্রচারিত কয়েকটি মিথ্যে কল্পকাহিনীর অসারতা কুরআন হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। পুস্তিকাটি পাঠ করে যে কেনো পাঠক এ সম্পর্কে যেমন সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারবেন, তেমনি এ ধরনের আরো অসংখ্য কল্পকাহিনীর অসারতা যাচাই করতে সক্ষম হবেন। তাঁর এ পুস্তিকাটিকে সমাজের অসংখ্য অন্ধ বিশ্বাসের গহীন অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

আবদুল হালীম খাঁ

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহিম

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান

ইসলামের নামে এমন কিছু কথা, গল্প, ঘটনা, কাহিনী আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এবং প্রতিনিয়ত এগুলো প্রচারিত হচ্ছে যার সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। অথচ এই কল্পকাহিনীগুলোকে এমন সত্য বলে মনে করা হয় যেন এসব কুরআনেরই বাণী।

এই কল্পকাহিনীগুলো কিছু 'লোক মুখে' প্রচারিত হয়ে আসছে। কিছু আছে বই আকারে, তাকে আবার বই বলা হয় না– বলা হয় কিতাব। ছাপার বই এর কথা যে মিথ্যা হতে পারে আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক তা ভাবতেই পারে না। আর কিছু প্রচারিত হয় জারী গান, সারী গান, মরমী গানের মাধ্যমে।

আর এগুলো সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে এমনভাবে গেড়ে বসেছে যে এর শিকড় বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। এগুলো সমূলে উপড়ে ফেলা সত্যি এখন কঠিন কাজ।

এক শিক্ষিত দম্পতির সাথে কথা হচ্ছিল। তারা দু'জনই গ্রাজুয়েট। প্রসঙ্গ 'খাতুনে জান্নাত ফাতেমা তুজ জোহরা স্বামীর খেদমত শিক্ষা করেছেন এক দরিদ্র কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কাছে।' ঐ শিক্ষিত দম্পতি উপরোক্ত কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। আমি জানতে চাইলাম তারা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে বিষয়টি বা এ সম্পর্কে পড়েছেন কিনা। তারা জানালেন, কোন বই-পুস্তক থেকে পড়ে নয়, তারা মুরুব্বীদের কাছে শুনেছেন।

এই জঘন্য মিথ্যে গল্পটা আমরা প্রায় সবাই জানি। কিন্তু জানি না কিভাবে এটা এত প্রসার লাভ করল? গল্পটা নিম্নরূপ :

ফাতিমা রা. স্বামীর খেদমত করতে জানতেন না (নাউযুবিল্লাহ)। ফলে প্রায়ই হযরত আলী রা.-এর সাথে ঝগড়া বিবাদ হতো। তাই রসূল স. তাঁকে এক কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। প্রথম দিন তো কাঠুরিয়ার স্ত্রী খাতুনে জান্নাতকে বাড়িতেই ঢুকতে দিল না। স্বামীর হুকুম নেয়া হয়নি তাই। দ্বিতীয় দিন তিনি গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখলেন কাঠুরিয়া এখনও বাড়ি ফেরেনি। তার স্ত্রী পানি, দড়ি আর একটা লাঠি নিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। ফাতিমা রা. পানি, দড়ি আর লাঠির রহস্য জানতে চাইলেন। মহিলা তাকে জানাল স্বামী বাড়ি আসলেই হাত মুখ ধোয়ার জন্য তাকে পানি দিতে হবে। যদি স্ত্রীর কোনো অপরাধ স্বামীর কাছে ধরা পড়ে এবং তাকে মারার প্রয়োজন হয় তখন স্বামীকে যেন পেরেশান

www.amarboi.org

হয়ে লাঠি খুঁজে বেড়াতে না হয় এই জন্য সে লাঠিটা জোগাড় করে রেখেছে। আর যদি মারের পরিমাণটা বেশি হয়ে যায়, বলা তো যায় না স্ত্রী যদি তখন দৌড় মারে কিংবা হাত দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে এই জন্য দড়িটা রেখেছে তার স্বামী যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে মনের মতো পেটাতে পারে। এই কাহিনী শুনে ফাতিমা রা. স্বামীর গুরুত্ব বুঝতে পারলেন (!)।

তারপরেও কথা আছে, সহী হাদীসে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারিণী মহিলা খাতুনে জান্নাত, নবী দুলালী অর্থাৎ ফাতিমা রা.। গল্প রচয়িতাদের দাবি 'ফাতিমা রা. তো থাকবেন উটের পিঠে আর উটের দড়ি ধরে ধীর পদক্ষেপে উট টানতে টানতে জান্নাতে প্রবেশ করবে সেই কাঠুরিয়ার স্ত্রী। অতএব ব্যাপার খানা হলো ফাতিমা রা. নয় প্রকারান্তরে ঐ কাঠুরিয়ার স্ত্রীই আগে জান্নাতে যাবে। কতো বড় ধৃষ্টতা। নবী নন্দিনী খাতুনে জান্নাত ফাতিমা রা.-কে ছোট করার কতো বড় হীন কৌশল। ইবলিস ছাড়া এই গল্প কেউ রচনা করতে পারে না।

এটা যে কতো বড়ো মিথ্যা আর ভুয়া গল্প তা একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে–

১. স্বামীর গুরুত্ব কতোখানি, স্বামী সেবা কি করে করতে হবে এ শিক্ষা পাওয়া যাবে একমাত্র রসূল স.-এর কাছে। আল্লাহ পাক বলেন, 'রসূল স. তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, যা থেকে বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাক।' তার মানে রসূল স. যার সাথে যেমন আচরণ করতে বলেছেন তেমনি করতে হবে, যেভাবে যে কাজ করতে বলেছেন সেভাবেই সে কাজ করতে হবে। কার গুরুত্ব কতখানি, কার অধিকার বা হক কতোখানি, সবই রসূল স. এর কাছে জানতে হবে, শিখতে হবে, নিশ্চয়ই কোনো কাঠুরিয়ার স্ত্রীর কাছে নয়।

২. যদি ধরে নেই কাঠুরিয়ার স্ত্রী রসূল স. এর কাছেই স্বামীর সেবা সম্পর্কে শিখেছে। এটা কি সম্ভব রসূল স. তার নিজের কন্যাকে স্বামীর খেদমত শিক্ষা না দিয়ে শিক্ষা দিতে গেলেন এক কাঠুরিয়ার স্ত্রীকে। কথা তো হবে এ রকম যে কাঠুরিয়ার স্ত্রী আসবে হযরত ফাতেমা রা.-এর কাছে স্বামীর খেদমতসহ বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা নেয়ার জন্য। আর সত্যিই দূর দূরান্ত থেকে নারীরা আসত হযরত ফাতিমা রা.-এর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা নেয়ার জন্য। কিন্তু গল্পকারের মূল উদ্দেশ্যই হলো হযরত ফাতেমা রা. কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

৩. গল্পকারদের গল্প মতে এ ঘটনা রসূল স.-এর জীবদ্দশায় ঘটেছে, তাহলে কাঠুরিয়া এবং কাঠুরিয়ার স্ত্রী উভয়েই সাহাবী। তাহলে তো সহী হাদীস গ্রন্থসমূহে তাদের কথা অবশ্যই থাকা উচিত। যেখানে এতবড় একটা ঘটনা ঘটেছে তা সমসাময়িক প্রায় সকল সাহাবীর জানা থাকার কথা। আর হাদীস গ্রন্থে এই দুই

www.amarboi.org

মহান ব্যক্তিত্বের নামও থাকার কথা। কিন্তু সহী হাদীস গ্রন্থ দূরে থাকুক কোনো যয়িফ হাদীসেও এই ঘটনা নেই। এমনকি গল্পকারও কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়ার স্ত্রীর নাম জানেন না।

৪. তারপর ঐ মহিলার কথাটা একটু ভেবে দেখুন (যদি ঘটনাটা সত্যি বলে ধরেও নিই)। সে তো নিশ্চয়ই জানে কোন কাজ করলে তার স্বামী অসন্তুষ্ট হতে পারে, এমনকি মার-ধর পর্যন্ত করতে পারে। সে ধরনের অন্যায় বা খারাপ কাজ তো না করলেই পারে। অথচ মহিলা অন্যায় অকাজ কুকাজ সব করে মার খাওয়ার জন্য লাঠি দড়ি নিয়ে বসে থাকে! বে-তমিজ কোথাকার! আসলে রসূল স.-এর কাছ থেকে সে কোন শিক্ষাই পায়নি। কারণ রসূল স. বলেছেন, 'ঐ স্ত্রী উত্তম যাকে দেখলে তার স্বামীর অন্তর খুশি হয়ে যায়।'

৫. স্ত্রীর সাথে ব্যবহারের যে দিকনির্দেশনা মুসলিম পুরুষকে দেয়া হয়েছে তা এই রকম—

'কোনো মুমিন পুরুষ যেনো কোনো মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি স্বভাব যদি অপছন্দনীয় হয় তবে হতে পারে তার অন্য কোনো একটি স্বভাব পছন্দনীয় হবে।' (মুসলিম)

'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীকে মারে তারা স্বভাবের দিক দিয়ে ভালো মানুষ নয়।' (আবু দাউদ)

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং তাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রাখবে। মনে রেখো তাদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের ওপরও তাদের একই রকম অধিকার রয়েছে। তোমাদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের উত্তম ভরণপোষণ করবে আর তাদের ওপর তোমাদের অধিকার এই যে তারা তাদের সতীত্ব ও শ্লীলতা রক্ষা করবে এবং তোমাদের কাছে যারা অবাঞ্ছিত তাদের গৃহে প্রবেশ করতে দেবে না। (ইবনে মাজাহ, তিরমিজি)

উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী স্ত্রীকে মারার অবকাশ কোথাও নেই। বরং স্ত্রীদের যারা মারে তাদেরকে খারাপ লোক বলা হয়েছে।

স্ত্রী যেমন স্বামীর আনুগত্য করতে ও তাকে সন্তুষ্ট রাখতে আদিষ্ট, তেমনি স্বামীও আদিষ্ট স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ ও বিনম্র ব্যবহার করতে। তার পক্ষ থেকে কোনো দুর্ব্যবহারও যদি প্রকাশ পায় তাতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে এবং স্ত্রীকে খোরপোশ ও সম্মানজনক জীবন যাপনের সুযোগ দিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।'

রসূল স. বলেন, 'সমাজে ঐ পুরুষ উত্তম যে তার স্ত্রীর বিবেচনায় উত্তম।'

www.amarboi.org

যার দেয়া সার্টিফিকেট অনুযায়ী মানুষটা উত্তম না অধম তা সত্যায়িত হবে তাকে কিভাবে মারা যাবে?

তবে হ্যাঁ, তিরমিজির অপর একটা হাদীসে স্ত্রীকে মারার একটা কথা আছে। বলা হয়েছে, স্ত্রী প্রকাশ্য অবাধ্যতায় যদি লিপ্ত হয় অর্থাৎ সতীত্ব ও শ্লীলতা রক্ষায় যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রথমে তাকে বুঝাতে হবে— তাতে কাজ না হলে তার সাথে বিছানা আলাদা করে দিতে হবে— তাতেও কাজ না হলে তাকে হালকা মারপিট করা যেতে পারে। এ মারের আবার ধরনও বলে দেয়া হয়েছে— 'খবরদার মুখে মারবে না এবং মারের কারণে স্ত্রীর দেহে যেনো দাগ না হয়।'

এবার ভেবে দেখুন হাদীস অনুযায়ী স্ত্রী যদি চরিত্রহীনা হয় তবেই তাকে মারা যায়। তাহলে গল্পের তথাকথিত কাঠুরিয়ার স্ত্রী কি একজন চরিত্রহীনা মহিলা ছিল? তা না হলে তার স্বামী তাকে ঐভাবে মারবে কেনো? আর ধরে নিতে হবে, তার স্বামীও তো একজন সাহাবী ছিল, তারও তো স্ত্রী সংক্রান্ত ঐসব হাদীস জানা থাকার কথা।

আসল কথা হলো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্ভট একটা গল্প। মূলত ইসলামকে খাটো করার জন্যই এ গল্প বানানো হয়েছে।

স্বামীর খেদমত সংক্রান্ত আর একটি গল্প আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত আছে। আমি নিজে এই গল্পটি শুনেছি এমন এক মহফিলে যেখানে প্রায় পাঁচশ মহিলা হাজির ছিল। সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে আমরা বক্তার বক্তব্য শুনছিলাম। মহিলারা বয়ান শুনে চোখের পানিতে ভিজিয়েছে বুকের আঁচল আর গল্পটা যে সত্যি কুরআন হাদীসের কথা তাও বিশ্বাস করে ভরে নিয়ে গেছে বুকের মধ্যে।

আমিও বিশ্বাস করেছিলাম কারণ তখন আমার কুরআন হাদীস সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভাবতাম হুজুরেরা যা বলে তা সবই কুরআন হাদীসের কথা।

এবার গল্পটা বলি, 'শেখ ফরিদ র. পথ চলছেন। কোথায় তার গন্তব্য স্থান তা তিনিই জানেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অন্তরে খেয়াল হলো একটু পরীক্ষা করে দেখি তো কি পরিমাণ কামেলিয়াত হাসিল হয়েছে আমার! উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে শেখ ফরিদ হাতের ইশারা করলেন এবং মুখে বললেন, 'পড়ে যাও সব পাখি' কথা শেষ হতে না হতেই পাখিগুলো সব পড়ে গেল।

তৃপ্ত শেখ ফরীদের পরীক্ষায় বোঝা গেল তিনি কামেলিয়াত অর্জন করেছেন। যা হোক তিনি চলছেন তো চলছেন। প্রায় ছয় মাস পরের এক ঘটনা— পিপাসায় কাতর শেখ ফরিদ। আশপাশে কোনো পানির নাম নিশানা নেই। বাড়ি-ঘরও নেই। হঠাৎ দেখলেন এক মহিলা মাটির কলসিতে করে পানি নিয়ে আসছে দূরের

www.amarboi.org

কোনো ঝরনা থেকে। কাতর কণ্ঠে পানি চাইলেন শেখ ফরিদ মহিলার কাছে। সে স্পষ্ট ভাষায় জানাল তার পীরের হুকুম ছাড়া সে পানি দিতে পারবে না। 'তোমার পীর কে মা?' পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন শেখ ফরিদ।

'আমার স্বামীই আমার পীর।' দৃপ্ত কণ্ঠ মহিলার। সখেদে শেখ ফরিদ বললেন, 'একটু পানি দেবে তৃষ্ণার্তকে তাতেও স্বামীর হুকুম লাগবে?'

রোষভরে তাকাল মহিলা শেখ ফরিদের দিকে। তারপর বলল, 'এ কি 'পাখি পড়ে যা' বললে আর অমনি পাখি পড়ে গেল সেই কেরামতি পেয়েছ যে, পানি চাইলেই তোমাকে দেব?'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন শেখ ফরিদ। ভাবলেন সে তো ছয় মাস আগের কথা, আর কতো দূরের সে ঘটনা। এ মহিলারতো তা জানার কথা নয়। ইনি নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ মহিলা নন। এ মহিলা আমার চেয়ে অনেক কামিল মানবী। না জানি তার স্বামী আরও কতো উচ্চ স্তরের মানুষ। মহিলার স্বামীর মুরিদ হবেন বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন শেখ ফরিদ। মহিলার পেছনে পেছনে তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত এলেন। তারপর অনুনয় করে বললেন, 'মা আপনার স্বামীর অনুমতি নিয়ে আমাকে একটু পানি দিন। পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।'

'তুমি এখানে দাঁড়াও' বলে মহিলা ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বাইরে এসে বলল, 'আমার স্বামী এখন ঘুমিয়ে আছেন। তাকে ডাকা যাবে না।' বলে মহিলা এক মুষ্টি বালু তুলে নিয়ে দোয়া পড়ে ফুঁক দিল। বাড়ি সংলগ্ন শুষ্ক একটা কুয়া আছে তার মধ্যে বালু ফেলে দিল। অমনি কুয়াটা কানায় কানায় ভরে গেল পানিতে। 'পান করো' বলে মহিলা চলে গেল বাড়ির ভিতর। আঁজলা ভরে আকণ্ঠ পাণ করলেন শেখ ফরিদ। কিন্তু চলে যেতে পারছেন না। যার মুরিদ এত বড় কামেল সেই পীর না জানি কি? শেখ ফরিদ আবার সবিনয়ে ডাকলেন 'মা'। মহিলা আসলেন, বললেন, 'আবার কি চাই।'

'কিছু চাই না মা, আপনার স্বামীকে একবার দেখব। ডাকবো না, কোনও বিরক্ত করবো না।' অনুমতি দিলেন মহিলা। শেখ ফরিদ ঘরে ঢুকেই দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছে একটা দাঁতাল শুয়োর। কোনো মানুষ না। মহিলা শেখ ফরিদের হাব ভাব দেখে মৃদু হাসলেন। 'কি হলো? আবার দেখুন।'

শেখ ফরিদ আবার ঢুকলেন ঘরের মধ্যে এবার দেখলেন সুন্দর চেহারার এক পুরুষ ঘুমিয়ে আছে। তবে স্বাভাবিক ঘুম বলে মনে হলো না, মদে মাতাল হয়ে বেহুশ পড়ে আছে মানুষটা। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন শেখ ফরিদ। তারপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে এর ভেদ বলুন মা।' ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে

www.amarboi.org

মহিলা জানালেন, 'তুমি প্রথমে যা দেখেছো তা তোমার চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখনি। দেখেছো তোমার রুহের চোখ দিয়ে ওর রুহটাকে। ওর অন্তরটা একেবারে শূকর হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বারে তোমার চর্মচক্ষু দিয়ে ওর দেহটাকে তুমি দেখেছো। এই আমার স্বামী। এমন কোনো খারাবী নেই যা সে করে না। নামায রোযার ধার তো ধারেই না।'

কথার মাঝে বাধা দিয়ে শেখ ফরিদ বললেন, 'কিন্তু মা আপনি যে বললেন আপনার স্বামীই আপনার পীর।'

মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ বলেছি। এখনও বলছি আমার অন্য কোনো পীর নেই। আমি আমার এই স্বামীর তাবেদারী করে, সেবা করে, তার অত্যাচার সহ্য করেই আল্লাহর কাছে এই মরতবা পেয়েছি।'গল্প এখানে শেষ।

এরপর উপসংহার বা শিক্ষা।

গল্প শেষ করে বক্তা বিশেষ ভক্তিতে গদ গদ হয়ে বললেন, 'মায়েরা স্বামী যতো খারাপ হোক তার তাবেদারী করতে হবে। এটাই কুরআন হাদীসের শিক্ষা।'

সত্যিই কি তাই। এই কি কুরআন-হাদীসের শিক্ষা? তাছাড়া গল্পটা যে পুরোটাই বানোয়াট তা কুরআন-হাদীস দিয়ে একটু যাচাই করলেই ধরা পড়বে।

১. আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা হয়েছি কি-না তার পরীক্ষা কি ঐভাবে করতে হবে? রসূল স. তাঁর সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন কারো জীবনে কি এমন কোনো পরীক্ষার প্রমাণ আছে? তাছাড়া পরীক্ষা তো করবেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

আল্লাহ পাক বলেন, 'তারা কি মনে করেছে আমি ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদেরও পরীক্ষা করেছি যারা তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহকে তো অবশ্যই জেনে নিতে হবে (ঈমানের দাবিতে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

'যারা খারাপ কাজ করছে তারা কি মনে করে নিয়েছে আমার থেকে তারা পালিয়ে যেতে পারবে? তাহলে বড়ই ভুল সিদ্ধান্ত তারা করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে (তার জানা উচিত) সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে এবং আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। আর যে ব্যক্তি চেষ্টা সাধনা বা জেহাদ করে সে তার নিজের জন্যই করে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। আর যারা ঈমান আনে ও ভালো কাজ করে আমি তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব; তাদের কৃতকর্মের উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব। আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে ভালো ব্যাবহার করার নির্দেশ দিয়েছি কিন্তু তারা যদি এমন কাউকে আমার শরীক মেনে নেয়ার জন্য তোমার উপর চাপ দেয় তবে তুমি

www.amarboi.org

তাদের কথা মেনে নেবে না। তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের কৃতকর্মগুলো আমি তোমাদের জানিয়ে দেব।' (সূরা আনকাবুত ২-৮)

কি পরীক্ষা কিভাবে করবেন তাও তিনি জানিয়ে দিলেন 'ওয়ালা নাবলু ওয়ান্নাকুম বিশাইয়িম মিনাল খওফি ওয়াল জুইয়ি ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত। ওয়াবাশ শিরিস সবিরীন।' 'নিশ্চয়ই আমি ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানি হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো।'

আর উক্ত গল্পে শেখ ফরিদের দীনদারী পরীক্ষার যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা তো যাদু বিদ্যার পরীক্ষা।

২. সহী হাদীস থেকে জানা যায়, যেখানে সচরাচর পানি পাওয়া যায় সেখানে যদি কেউ কাউকে পানি পান করায় তো একজন গোলাম আজাদ করার সওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয়। আর সেখানে পানি দুষ্প্রাপ্য সেখানে কাউকে পানি পান করালে একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে জীবিত করার সোয়াব ঐ ব্যক্তির আমল নামায় লেখা হয়।

যেহেতু মহিলা দীনদার তাহলে এই হাদীস তার জানা থাকার কথা। তারপরেও সে পানি দিল না কোন শিক্ষার ভিত্তিতে?

৩. যেখানে স্বয়ং রসূল স. বলেন, 'আমি ভবিষ্যত বা গায়েব জানি না। আমার কাছে যা অহী করা হয় আমি শুধু তাই বলি।' তাহলে ঐ মহিলা ছয় মাস পূর্বে কোন দূর দেশে শেখ ফরিদ পাখি ফেলেছিলেন তা কি করে বলল? এও তো যাদু বিদ্যা!

৪. একটু ভেবে দেখুন, যে মহিলা শুকনো কূপের মধ্যে দোয়া পড়ে এক মুষ্টি বালু ফেলে দিলে কূয়া ভরে যায় পানিতে, সেই মহিলাই কোন যুক্তিতে, কেনো দূর দূরান্তের ঝরনায় পানি আনতে যায়?

৫. রূহানী চোখ দিয়ে কারো রূহ দেখা যায়? কুরআন-হাদীসে এমন কি কোনো দলীল আছে?

৬. তারপরে যে লোকটা নামায-রোযায় পাবন্দ নয় এবং তার স্ত্রীই সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যা সে করে না। তার মানে লোকটা সম্পূর্ণ লম্পট, বেঈমান তথা কাফের। কাফের বেঈমানের সাথে তো মুমিন বান্দীর বিবাহের সম্পর্কই থাকে না।

৭. যেভাবে মহিলা শেখ ফরিদের সাথে বারবার মুখোমুখি হল, কথা বলল— তা কি ইসলামসম্মত?

www.amarboi.org

এ সব গল্প সম্পূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা বিরোধী আর ইসলাম বিরোধী তো বটেই। বাস্তবে কুরআন হাদীসের সাথে এ ধরনের গল্পের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। মূলত এটি হিন্দু পূরাণের কোনো কাহিনী থেকে নেয়া হয়েছে।

বেলাল রা.-এর বিবাহ সংক্রান্ত একটি গল্প প্রচলিত আছে। ঘটনা এরকম 'রসূল স. নাকি বলেছেন, বেলাল রা. আর মাত্র একদিন বাঁচবে (ডাহা মিথ্যা কথা)। তখনও বেলাল রা.-এর বিয়ে হয়নি। একটা সুন্নাত আদায় না করে বেলাল মারা যাবে এতে সবাই পেরেশান। বেলাল নিজেও। কিন্তু একদিন যার হায়াত তাকে বিয়ে করতে কোন মেয়ে রাজি হবে আর কোন্ মা বাবাই বা তাকে মেয়ে দেবে? কিন্তু এক সতী কন্যা বলল, 'আমি বেলাল রা.-কে বিয়ে করব। দেখি কেমন করে আজরাইল আ. আমার স্বামীর প্রাণ নেয়। সতী নারীর কখনো পতি মরে না।'

যথানিয়মে সতী কন্যার বিয়ে হয় গেল বেলাল রা. এর সাথে।

আজ রাতই বেলালের শেষ রাত। সতী কন্যা রাত জেগে বসে আছে। বেলাল রা. ঘুমিয়ে পড়েছেন এমন সময় মুসাফিরের হাঁক। 'মা কিছু খেতে দাও। সাতদিন থেকে কিছু খাই না।' দু'খানা রুটি ছিল ঘরে। সতী কন্যা রুটি দু'খানা দিয়ে দিল। এমন সময় আজরাইল আ. এসে বললেন, 'মুসাফির সরে বস।' মুসাফির বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি সাত দিন পর খেতে বসেছি তুমি এই সময় আমাকে বিরক্ত করো না।'

আজরাইল আ. বললেন, 'আমি ফেরেশতা আজরাইল, বেলাল রা. এর জান কবজ করতে এসেছি। তুমি দরজা থেকে সরে বস।'

'কি বললেন? খাওয়া থেকে আমাকে সরে বসতে বললেন? আর বেলাল রা.-এর জান কবজ করতে এসেছেন? মুসাফিরের প্রতি দয়াপরবস হয়ে যে নববধূ আমাকে খেতে দিয়ে গেল তার সর্বনাশ করতে এসেছেন?'

আজরাইল আ. একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমার কোনো হাত নেই, এটাই আল্লাহর হুকুম।'

সেজদায় পড়ে গেলো মুসাফির। বার বার বলতে লাগলো, 'হে আল্লাহ, তোমার এই বান্দা আজ সাত দিন পরে খেতে বসেছে। তোমার যে বান্দী আমাকে খেতে দিয়েছে তার স্বামীর হায়াত বৃদ্ধি করে দাও।'

প্রথম সাত দিন হায়াত বৃদ্ধি করা হলো। কিন্তু মুসাফির সেজদা থেকে মাথা তুললো না, তারপর সাত বছর করা হলো— কিন্তু মুসাফিরের আবদার 'হে আল্লাহ হায়াত আরও বৃদ্ধি করে দাও।'

তারপর সত্তর বছর হায়াত বৃদ্ধি করে দিলেন আল্লাহ পাক। তাঁর ঐ নাছোড়বান্দার মুনাজাত রক্ষার্থে।

www.amarboi.org

এ গল্প থেকে মনে হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার সবকিছু খেল তামাশার ব্যাপার, তাই না? দরজা থেকে সরে না বসলে আজরাইল আ. ঘরে ঢুকতে পারেন না। এর চেয়ে আজগুবি গল্প আর কি আছে? কি চমৎকার কথা 'সতী নারীর পতি মরে না'। অথচ ইতিহাস সাক্ষী দুনিয়ার যতো বড় বড় সতী নারী তাদের প্রায় সবারই স্বামী আগে মারা গেছেন।

রসূল স.-এর মায়ের, হযরত আয়েশা রা.সহ সকল উম্মুল মুমিনিনদের। হযরত আব্দুল কাদীর জিলানী র.-এর মায়ের, হযরত মঈনউদ্দীন চিশতী র.-এর মায়ের— আসলে 'সতী নারীর পতি মরে না' এ কথাটি হিন্দু শাস্ত্রের। আর এখানে উল্লিখিত মূল ঘটনাটিও তো হিন্দু ধর্ম থেকে নেয়া। এই ঘটনা হুবহু প্রায় এভাবেই আছে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে। সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী। সাবিত্রী যমরাজকে বুদ্ধিতে পরাভূত করে তার স্বামীর আয়ু একশত বছর বৃদ্ধি করে নিয়েছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঐ গল্পটা কি করে মুসলমানদের হয়ে গেল?

হিন্দুধর্মের অনেক গালগল্প, অনেক কাহিনী এক ধরনের ইসলাম বিদ্বেষী গল্পকাররা মুসলিম সমাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ যেন অনেকটা ভারতীয় সিনেমা নকল করার মতো। যেমন ওদের রত্নাকর ডাকাতকে আমাদের নিযাম ডাকাত ওরফে নিযামউদ্দীন আউলিয়া বানানো হয়েছে।

অনুমান করা হয় এই গল্পগুলো তৈরি করা হয় সম্রাট আকবরের আমলে। তিনি গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতেন। হিন্দুদের সাথে ছিল তার আত্মীক এবং রাজনৈতিক সখ্যতা। তাছাড়া তিনি একটু বেশি পরিমাণেই ইসলাম বিরোধী ছিলেন। হিন্দু মুসলিম সংমিশ্রণে নতুন একটি ধর্মও উদ্ভাবন করেছিলেন।

হিন্দু-ধর্মের বিভিন্ন রঙ বেরঙের গল্প শুনে তিনি মুগ্ধ হতেন। তাকে খুশি করার জন্য তৎকালীন আলেম নামধারী কিছু স্বার্থপর পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম থেকে এসব গল্প নিয়ে মুসলমান নামকরণ করে মুসলিম সমাজে চালিয়ে দিয়েছে। যুগে যুগে ইসলামকে বিকৃত করার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরা আরও অনেক কাহিনী তৈরি করছে। যেমন ইংরেজরা এদেশ দখল করেছিল মুসলমানদের কাছ থেকে। যদিও দিল্লীর সম্রাটদের ইসলাম বিরোধী (সম্রাট আলমগীর বাদে) কর্মকাণ্ডে এদেশে ইসলাম ইংরেজদের আগমনের পূর্বেই বিপন্ন হয়েছিল। তারপরও হিন্দুরা যেমন আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছিল মুসলমানরা তা দেয়নি। পরাজিত হওয়ার পরও তারা কোনো দিন মেনে নিতে পারেনি ইংরেজদের। তাই সিপাহী বিপ্লব, ফকির বিদ্রোহ, সাইয়েদ আহমেদ ব্রেলেভির জিহাদ, তিতুমীরের জেহাদ, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলনসহ ছোট বড় অনেক বিদ্রোহ হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে। আর এর সবগুলোরই নায়ক মুসলমানরা। আর হিন্দুরা 'হে ভারতেশ্বর' বলে নান্দী পাঠ করেছে ইংরেজদের উদ্দেশে। চতুর ইংরেজ ভালো মতোই

www.amarboi.org

বুঝেছিল ধর্মীয় অনুভূতিই মুসলমানদের এই বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। কুরআনের শিক্ষাই তাদেরকে বাতিল ও তাগুতের আনুগত্য থেকে বিরত রেখেছে। ইংরেজরা ইসলামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বুঝল মুসলমানদের নিরস্ত্র করতে হলে কুরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে রাখতে হবে। সেই চেষ্টারই ফলশ্রুতিতে আজকের মুসলিম সমাজ কুরআন হাদীস থেকে এতো দূরে। সাম্রাজ্যবাদী চতুর ইংরেজরা বুঝেছিল মুসলমানদের মূল গ্রন্থ আল কুরআনের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে আছে জেহাদের প্রেরণা শাহাদাতের তামান্না। কুরআনই তাদের শিক্ষা দিয়েছে এক মানুষ আর এক মানুষের অধীন হতে পারে না। মানুষের মনগড়া আইনে মানুষ, সমাজ তথা দেশ চলতে পারে না। মানুষ অধীন হবে শুধু মহান আল্লাহ পাকের। আইন চলবে, বিধান চলবে, হুকুম চলবে একমাত্র বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহর। যত দিন মুসলমান কুরআন পড়বে, কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে ততদিন তাদেরকে অধীনস্ত করে রাখা যাবে না। তারা জিহাদ করবে মারবে এবং মরবে। ভিকটোরীয় যুগের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন সাহেব এক হাতে কুরআন তুলে ধরে কমনস সভার সদস্যদের জানিয়েছিলেন 'মুসলমানদের হাতে যতদিন এই পুস্তকটি থাকবে ততদিন আমরা মুসলমানদের পরিপূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারবো না।'

তাই ইংরেজরা ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের কুরআন থেকে হাদীস থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

প্রথম তারা চেষ্টা করল ধর্মান্তরিত করার জন্য। পাদ্রীদের দ্বারা বিভিন্ন সভা সমাবেশ করে সেবার নামে বিভিন্ন হাসপাতাল তৈরি করে। দরিদ্র মুসলমানদের সাহায্যের নামে আর্থিক সহায়তা করে। এসব পথে যখন কাজ হলো না তখন তারা অন্য পথ অবলম্বন করল। তারা আর একটা জিনিস বুঝেছিল মুসলমানরা নবী-রাসূলদের খুব সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে এবং প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারা নবীদের মধ্যে কোনো তারতম্য করে না। মুসা আ. কে ইহুদীদের নবী আর ঈসা আ. খৃষ্টানদের নবী মনে করে না। সবাইকে তারা আল্লাহপাকের তরফ থেকে পাঠানো সম্মানিত নবী-রসূলই মনে করে।

তারা মনে করলো একজন নবীর মুখ দিয়ে যদি বলানো যেতো যে জেহাদের প্রয়োজন নেই তাহলে হয়ত মুসলমানরা জেহাদ থেকে বিরত থাকত। তাই ইংরেজরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তৈরি করল। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়ে গেলো, যেনো আগুনে তেল পড়ল। মুসলমানগণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বুদ্ধিমান ইংরেজরা ভালো করেই বুঝল মুসলমানরা নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ স.-এর পর আর কাউকেই কোনো অবস্থাতেই মানবে না।

অথচ জেহাদী চেতনা থেকে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা থেকে, সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুসলমানদের বিরত রাখতেই হবে।

www.amarboi.org

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে তারা কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলো।

১. অর্থসম্পদ এবং পদমর্যাদা দিয়ে একদল আলেম নামধারী ফাসেককে ক্রয় করলো, যারা আল্লাহ এবং রসূলের নামে এমন কিছু কথা বলে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে থাকে যা আল্লাহ এবং রসূল স. বলেননি।

২. কুরআন এবং হাদীসের মূল শিক্ষাকে বিকৃত করে তারা জনগণের সামনে পেশ করতে থাকলো। যেমন 'কুরআনের একটি হরফ পড়লে দশটি নেকি তার আমলনামায় লেখা হবে।' এই উক্তিটি রসূল স. করেছিলেন আরবী ভাষী লোকদের সামনে। যারা কুরআন পড়লেই বুঝতে পারে। হরফে দশটি নেকি পাওয়ার উৎসাহে তারা বেশি বেশি কুরআন পড়বে এবং কুরআনের প্রতিটি উপদেশ ও আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারবে।

শুধু দশটি নেকির সুসংবাদ দিয়ে রসূল স. ক্ষান্ত হয়ে যাননি। তিনি বলেছেন, 'কুরআনে পাঁচ ধরনের আয়াত আছে। তোমরা হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করো। হারামকে হারাম জেনে ত্যাগ করো, মুহকাম অনুযায়ী আমল করো। মুতাশাবাহের উপর ঈমান আন আর আমসাল থেকে উপদেশ গ্রহণ করো।' সাহাবীরা হারাম এবং হালাল বুঝতে পারলেন কিন্তু মুহকাম, মুতাশাবাহ এবং আমসাল বুঝতে পারলেন না। তাই রসূল স. আবার বললেন, 'মুহকাম ঐ সব আয়াত যা স্পষ্ট আদেশ নিষেধ সম্বলিত। যা পড়লেই বোঝা যায়। মুতাশাবাহ ঐসব আয়াত যা রূপক এবং অস্পষ্ট। যার অর্থ আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। তার উপর ঈমান আনতে বলা হয়েছে। আর আমসাল ঐসব আয়াত যাতে পূর্বের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।' উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী কুরআনকে পড়তে হবে ঐভাবে বিশ্লেষণ করে। যারা ঐভাবে পড়বে তাদের জন্য হরফে দশটি নেকির সুসংবাদ রয়েছে। ইংরেজদের চক্রান্ত ছিল মুসলমানরা যাতে কুরআন না বোঝে। আজ মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই ইংরেজদের সেই চক্রান্ত ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। খতমের পর খতম দিতে দিতে কুরআনকেই খতম করে ফেলেছে। আমার এক বান্ধবী কথা প্রসংগে একদিন বলল, 'জানিস রুমী এ বছরে আমি আঠার বার কুরআন খতম করেছি।' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। আমার বান্ধবীর মুখে তৃপ্তির হাসি। সত্যিই তো আঠার বার খতম করা কি মুখের কথা? গড়ে তাকে মাসে দেড় খতম দিতে হয়েছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বেপর্দা মহিলা। আমি তাকে বললাম, 'আঠার বার খতম দিলি— সূরা নূর পড়িসনি?' বান্ধবী অবাক কণ্ঠে বলল, 'ওমা পড়ব না কেন— সূরা নূর আঠার বার ঠিক ঠিকই পড়েছি। খতম যখন করেছি কোনো সূরা কি বাদ দিয়েছি নাকি?'

www.amarboi.org

আমি বললাম, 'তাহলে পেট পিঠ ঢাকিসনি কেন? আমার শিক্ষিতা বন্ধবী বলল, 'কুরআন খতম করার সাথে পেট পিঠের কি সম্পর্ক? সূরা নূরে কি পেটের কথা আছে নাকি?'

আমি তাকে বললাম তাহলে শোন, হযরত আয়েশা রা. কাছে এক অল্প বয়স্কা মেয়ে এলো একটি পাতলা ওড়না পরে। হযরত আয়েশা রা. বললেন, 'এই মেয়ে তুমি কি সূরা নূর পড়োনি?' মেয়েটি লজ্জা পেয়ে গেলো, নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলো।

কিন্তু আমার বান্ধবী তার ভুল বুঝতে পারলো না। সে লজ্জাও পেলো না অনুতপ্তও হলো না।

রসূল স. বলেছেন, 'আমার এমন একদল উম্মত হবে যারা সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালির নিচে নামবে না (অন্তরে প্রবেশ করবে না), তারা আমার দীন থেকে বের হয়ে গেছে।' (সহী বুখারী) এদেশের মুসলমানরা এই হাদীসটা জানল না, তারা শুধু জানল হরফে দশ নেকির হাদীস।

একবার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন আসরের আজান হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি ঐ বাড়ির বয়স্ক মহিলা মারা যাচ্ছেন। তার চার পাশে বসে কয়েকজন অল্প বয়স্কা মহিলা কুরআন তেলাওয়াত করছে। আমার আসর নামায পড়া দরকার। কার কাছে জায়নামায চাই? সবাই অস্থির, আমি একটা গামছা বিছিয়ে নিয়ে নামায পড়ে নিলাম। কিন্তু যারা মুমূর্ষু ব্যক্তির চার পাশে বসে সুর করে দুলে দুলে কুরআন তেলাওয়াত করছে তারা কেউ নামায পড়ল না। ভাবলাম টেনশনে ওরা বোধ হয় নামাযের কথা ভুলে গেছে। আমি আমার বয়সী একজনকে আস্তে বললাম 'আপা আপনারা তো কেউ নামায পড়েননি। আসরের ওয়াক্ত একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে....।'

মহিলার দিকে তাকিয়ে আর কথা শেষ করতে পারলাম না। মহিলা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তার দৃষ্টির ভাষা 'তোমার কি কোনো বুদ্ধি আক্কেল আছে?' আমাদের মানুষ মারা যাচ্ছে— আর তুমি আমাদের কুরআন তেলাওয়াত বাদ দিয়ে নামায পড়তে বলছ! আর কোনো কথা না বলে আমি চুপ করে থাকলাম। ওরা কেউ মাগরিবের নামাযও পড়ল না। ইশার পূর্বে মহিলা মারা গেলেন। তখন তো নামাযের কোনো প্রশ্নই আসে না।

আলিফ-লাম-মিম। এই কিতাব আল্লাহর কিতাব এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই এটি হেদায়াত সেই মুত্তাকীনদের জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে খরচ করে.....। কুরআন থেকে হেদায়েত পাওয়া সওয়াব পাওয়া ফায়দা পাওয়ার শর্তই হলো মুত্তাকী হওয়া আর মুত্তাকীর প্রধানতম গুণ হলো নামায কায়েম করা।

www.amarboi.org

যেখানে ঈমানদার আর কাফেরের পার্থক্যই হলো নামায। সেই নামায বাদ দিয়ে ঐ মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে সওয়াব বখশীশ করার নিয়তে যারা কুরআন তেলাওয়াত করে তারা তো নিজেরাই সওয়াব পাবে না তাহলে যার জন্য কুরআন পড়ল তাকে কি দেবে?

এতো গেলো সমাজের অশিক্ষত অল্পশিক্ষিত কয়েকজন মহিলার কথা। আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই কি এমন নয়? আল্লাহওয়ালা নামে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিদিন কুরআনের কতো শত আয়াত তেলাওয়াত করে আর শুধুমাত্র অর্থ না বোঝার কারণে তার আদেশ নিষেধ অমান্য করে তার কি হিসাব আছে?

ইবলিসের হেকমত আর কৌশল দেখলে অবাক হতে হয়। রসূল স. একটি হরফে দশটি নেকির ঘোষণা দিলেন যাতে মানুষ অধিক পরিমাণ নেকি পাওয়ার আশায় পবিত্র কুরআন বেশি করে পড়ে। সার্বিকভাবে বোঝে এবং সেই আলোকে জীবনের প্রতিটি কাজ প্রতিটি সমস্যার সমাধান করে। রসূল স.-এর সেই উদ্দেশ্যকে ইবলিস একেবারে উল্টে দিল। মুসলমান এমনভাবে কুরআন খতমের নেশায় মশগুল হয়ে গেল যে, কেউ সঠিক কথা বুঝাতে গেলে তাকে কাফের ফতোয়া বানে জর্জরিত করতেও তারা পিছপা হয় না।

সফল হলো কুচক্রী ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের কুট-কৌশল।

৩. কুচক্রীরা ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করে দীনদার আর দুনিয়াদার নামে দুটি ধারা তৈরি করলো। যদিও ইসলামে দীনদার আর দুনিয়াদার বলে কোন শব্দ নেই। জীবনের প্রত্যেকটি কাজই দীনদারী যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রসূল স.-এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়।

০ সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে দুনিয়াদারী কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করে এসব কাজ বাদ দিয়ে সর্বক্ষণ নফল নামায, রোযা, জিকির ও তেলাওয়াতে মশগুল থাকতে পারলে তাকে দীনদার সুফি মুসলমান বলে আখ্যায়িত করা হলো।

০ ইবাদতের নামে এমন কিছু বেদাতের ব্যাপক প্রচলন করা হয়েছে যার সাথে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

০ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মুজতাহিদ মুজাদ্দিদের নামে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে এসব রসালো গল্প তৈরি করা হয়েছে যা মুসলমানেরা মুগ্ধ হয়ে শুনবে, মানবে এবং ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকবে।

এসব মিথ্যা গল্পগুলো অর্থলোভী ভাড়াটে আলেমদের দ্বারা ওয়াজ মাহফিলের নামে প্রচারিত হতে থাকলো এর ফলে ইসলামের মূল শিক্ষা কুয়াশাবৃত হয়ে পড়লো।

www.amarboi.org

এখনও সেই গল্পগুলোকে আমরা সত্য ঘটনা বলে মনে করি, ভক্তি ভরে স্মরণ করি এবং আমল করি। যেমন ইব্রাহীম আদহামের কাহিনী :

বলখের বাদশা ইব্রাহিম আদহাম একদিন শাহী মহলের ছাদে কিসের যেনো শব্দ শুনতে পেয়ে একজন গোলাম পাঠালেন ছাদে। কিসের শব্দ তা জানার জন্য। গোলাম এক ব্যক্তিকে সংগে করে নিয়ে এলো। বললো, 'এই ব্যক্তি ছাদের উপর তার হারানো উট খুঁজছিল।'

বাদশা ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি পাগল না আহাম্মক যে ছাদের উপর উট খুঁজতে এসেছ?'

আগন্তুক হাসি মুখে বললেন, 'আমি যদি ছাদের উপর উট না পাই আপনি তাহলে কিভাবে শাহী মহলে বসে আল্লাহকে পাবেন?'

চমকে উঠলেন ইব্রাহীম আদহাম। তিনি বাদশাহী স্ত্রী পুত্র সব ছেড়ে চলে গেলেন গভীর জঙ্গলে। কঠিন ইবাদাতে মশগুল হলেন ইব্রাহীম আদহাম। একবার এক বন্ধু ইব্রাহীম আদহামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইব্রাহীম বাদশাহী ছেড়ে জঙ্গলে এসে তুমি কি পেলে?'

ইব্রাহীম আদহাম তখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া এক নদীর পাড়ে বসে নিজের শতছিন্ন জামাটা সেলাই করছিলেন সূঁচ সুতা দিয়ে। বন্ধুর কথা শুনে ইব্রাহীম আদহাম সূঁচটা ফেলে দিলেন নদীতে। তারপর মাছদের ডেকে বললেন, 'আমার সূঁচটা পানি থেকে তুলে দাও।' অমনি হাজার হাজার মাছ মুখে একটা করে সোনার সূঁচ নিয়ে হাজির হলো। ইব্রাহিম বললেন, 'ওসব সোনার সূঁচ না আমার লোহার সূঁচটিই আমি চাই।' তখন একটি মাছ তার লোহার সূঁচটি তাকে তুলে এনে দিল। ইব্রাহীম আদহাম বলখী বললেন, 'বাদশাহ থাকাকালীন অবস্থায় শুধু মানুষেরাই আমার হুকুম মানত আর এখন পানির মাছ, আকাশের পাখিও আমার কথা শোনে। দেখলে আমি কি পেয়েছি?'

আরও বলা হয় বৃদ্ধকালে ইব্রাহীম আদহাম মক্কা শরীফেই থাকতেন কঠিন কায়িক পরিশ্রমে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং একদল বেকার শিষ্যকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতেন। একবার তার ছেলে এসেছিল তার সাথে দেখা করতে যাকে তিনি দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলেন। ছেলে অন্য লোকের কাছ থেকে জেনে নিল ইনিই তার পিতা। তারপর কাবাঘর তাওয়াফ করার সময় পিতার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করলো। ইব্রাহীম আদহামও এই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তার প্রতি মহব্বত অনুভব করলেন। তখনই তিনি গায়েবী আওয়াজ প্রাপ্ত হলেন। ওহে মিথ্যাবাদী তুমি যে অন্তরে আল্লাহ প্রেমের দাবি কর সেই অন্তরে কি করে সন্তানের প্রেমকে স্থান দাও?'

www.amarboi.org

ইব্রাহীম আদহাম চিৎকার করে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চেয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ আমাকে এই গযব থেকে রক্ষা কর।' সংগে সংগে ছেলেটি মারা গেলো। ইব্রাহীম আদহাম বললেন, আলহামদুলিল্লাহ....।

'তাযকেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে ইব্রাহীম আদহামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কুরআন হাদীসের সাথে, রসূল এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে তার এতটুকু সম্পর্ক নেই। বলা হয়েছে ইব্রাহীম আদহাম এক নাগাড়ে রাত দিন গুহার মধ্যে থেকে কঠিন ইবাদাত করতেন। শুক্রবার বের হয়ে কিছু কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে খাদ্য কিনতেন। আবার সাত দিনের জন্য গুহার মধ্যে ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে যেতেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর সাথে কুরআন এবং রসূল স.-এর শিক্ষার সামান্যতম সম্পর্ক আছে কি?

রসূল স. বলেছেন, 'যে দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না সে দিন সাত শ্রেণীর লোককে সেই ছায়ায় স্থান দেয়া হবে। প্রথম হলো সেই ব্যক্তি যে ন্যায়পরায়ণ শাসক। ইব্রাহীম আদহামের একটা বাদশাহী বা রাজত্ব ছিল আর তিনি নিজেও আল্লাহ ভীরু ছিলেন, ধার্মিক ছিলেন। ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করলেই তো তিনি আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় জায়গা পেয়ে যান। তা না করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কার হাতে দিয়ে তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন? জঙ্গলে কি মুক্তির নিশ্চয়তা আছে?

শাহী মহলের ছাদে উট তল্লাশীরত ব্যক্তিকে উল্লিখিত গ্রন্থে বলা হয়েছে ফেরেশতা। প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তি তো ছিল স্বয়ং ইবলিস। কারণ হাজার হাজার ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার চাইতে একজন রাষ্ট্রনায়ককে বিভ্রান্ত করতে পারলে ইবলিসের লাভ অনেক বেশি। যেখানে আল্লাহর আইনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষ পাঠালেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কিছুতেই আল্লাহর হুকুম, আল কুরআনের বিধান পরিপূর্ণভাবে মানা যেতে পারে না— স্বয়ং আল্লাহর প্রিয়তম নবী মুহাম্মদ স. পর্যন্ত পারেননি। যতো দিন না মদিনাতে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছেন। সেই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মহান দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ আল্লাহর ভয়ে ভীত রাষ্ট্রনায়ককে জঙ্গলে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয় সে ইবলিস ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না।

রসূল স. বলেছেন, 'সাবধান তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি ভয় করি। আমি রাতে ঘুমাই আবার নামাযও পড়ি, রোযা রাখি আবার খাইও। এটাই আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অমান্য করল সে আমার দলের নয়।'

www.amarboi.org

এই হাদীস অনুযায়ী ইব্রাহীম আদহাম যদি সত্যিই স্ত্রী, পুত্র সংসার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যান তাহলে তো রসূল স.-এর দল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

রসূল স. বলেছেন, 'সন্তানকে আদর করে চুমা দিলে সদকার সমতুল্য সওয়াব হয়।'

বলেছেন, 'ঐ লোকমাটি উত্তম সদকা যে লোকমাটি স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়া হলো।'

বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। পরিবার পরিজনের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিজনের কাছে সর্বোত্তম ব্যক্তি।'

এসব দিকনির্দেশনা ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে অনিশ্চিত জীবনের দিকে নিক্ষেপ করে, জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

আল্লাহর বিধান, কুরআনের শিক্ষা এবং রসূলের সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী উল্লিখিত গল্প।

হয় ইব্রাহীম আদহাম নামে কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না। না হয় তার জীবনীকে বিকৃত করে আমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তা সুস্থ মাথায় সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছে।

সাত দিন গুহার মধ্যে থেকে ইবাদত করার এই তরিকা কে শিক্ষা দিল ইব্রাহীম আদহামকে? আমাদের জানতে হবে ইবাদত কাকে বলে? রসূল স. আল্লাহর হুকুম যেভাবে পালন করেছেন এবং সবাইকে পালন করতে বলেছেন সেই হুকুম সেভাবে পালন করার নাম ইবাদত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে পড়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। যার জন্য রসূল স. জোর তাগিদ দিয়েছেন। বর্ণনা মতে, ইব্রাহীম আদহাম তো সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী কোন ইবাদত করেননি। সুন্নাত তরীকার বাইরে নামায পড়া, জিকির করা বা ধ্যান করার নাম ইবাদত হতে পারে না। ইবাদত হবে রসূল স. এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী।

এসব মিথ্যা গল্প, কল্পকাহিনী ইসলামের দুশমনদের পরিকল্পিত প্রচারণা, যাতে মুসলমানরা রাজ্য সংসার ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। অথচ আল্লাহ পাকের ঘোষণা, 'তিনি রসূল পাঠিয়েছেন প্রচলিত সকল জীবন ব্যবস্থার উপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য।'

রূপকথার বই পড়লে চিত্তবিনোদন হয়। কিন্তু ঈমান আমলের কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ সবাই বোঝে এটা রূপকথা মানে অলীক গল্প। কিন্তু 'তাযকেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থখানি এমন এক রূপকথার গল্পের বই যা ঈমানকে শেষ করে দেয়— ইসলামের বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি ছাড়া কুরআন

www.amarboi.org

হাদীসের শিক্ষার বিপরীত যাদুকর গোষ্ঠী হিসাবে তুলে ধরে আমাদের সামনে। আর ইসলাম ঢাকা পড়ে যায় তেলেসমাতি আর গোলক ধাঁধার বেড়াজালে। সমাজে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের প্রসার ঘটে।

অথচ ইসলাম এক স্বচ্ছ আলোর নাম। যার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। রসূল স. এর জন্ম, জন্ম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সমাজ, তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি তারপর তাঁর ৬৩/৬৪ বছরের আন্দোলনমুখর জিন্দেগীর একটি মুহূর্তও আমাদের কাছে গোপন নেই। অজানা নেই।

এতোই সহজ সরল ও অনুসরণযোগ্য তাঁর যাপিত জীবন যে, বিপদে মুসিবতে সমস্যা সংকটে আনন্দ-বেদনায়, আশা-নিরাশায়, বিজয়ে-পরাজয়ে, অভাবে-সাচ্ছন্দে প্রতিটি পরতে পরতে তিনি অনুসরণযোগ্য। ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোথাও অলৌকিকতা কিংবা অবাস্তবতা নেই। তাঁর সাহাবীদের জীবনেও দেখি এমনি সহজ সরলতা। জীবনের স্বাভাবিক গতি।

কিন্তু তার পরেই মোজাদ্দেদ আর মুজতাহিদদের নিয়ে শুরু হয়েছে এই সব কল্পকাহিনী।

একবার এক বৈঠকে এক মহিলা আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'বিয়ে করে স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করা বেশি সওয়াব না রাবেয়া বসরীর মতো বিয়ে সাদী না করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়াতে বেশি সওয়াব?'

তাকে বুঝাতে গিয়ে বললাম, 'বিয়ে করা ঘর সংসার করা রসূল স. এর সুন্নাত। এই সুন্নাত ইচ্ছা করে যদি কেউ ছেড়ে দেয় রসূল স. তাকে বলেছেন, সে আমার দলে নয়।' রসূল স. তাঁর নিজের কন্যাদের বিয়ে দিয়েছেন। ঘর সংসার না করে শুধু নামায কিংবা জিকিরের নাম ইবাদত নয়।

আর রাবেয়া বসরী ছিলেন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। তিনি ছিলেন একজনের ক্রীতদাসী। আর ক্রীতদাসী সে জামানায় হালাল ছিল। মালিক ক্রীতদাসীর সাথে স্ত্রীর মতো আচরণ করত....। যতো দূর জানা যায় তিনি মুক্তি পেয়েছেন বৃদ্ধ কালে। তখন তার বিয়ের বয়স ছিল না।

এ কথা বলতেই অন্য এক মহিলা রাগ করে মাহফিল থেকে উঠে চলে গেলেন।

আমি পরে ঐ মহিলার বাসায় যেয়ে দেখা করলাম। বললাম, 'কি ব্যাপার আপনি প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার আগে চলে এলেন কেন? আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?'

ভদ্র মহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনার বক্তৃতা আমার খুব ভালো লাগে। তাই আপনার বৈঠকে আমি যাই। কিন্তু গতকাল রাবেয়া বসরী সম্পর্কে আপনি খারাপ ইংগিত করেছেন তাই আমি রাগ করে চলে এসেছি। ভদ্র

www.amarboi.org

মহিলা উত্তেজিত হলেন, একটু উঁচু গলাতেই বলতে লাগলেন, 'জানেন আপনি কার সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন? যার মৃত্যুর পর ফেরেশতারা ভয়ে তাকে সাওয়াল করতে সাহস পায়নি।'

আমি গল্পটি শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। মহিলা বলতে লাগলেন, 'রাবেয়া বসরীর মৃত্যুর পর কবরে যখন ফেরেশতারা তাকে সালাম দিয়ে বলল, 'মান রাব্বুকা?'

রাবেয়া বসরী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের বাড়ি কোথায়?' ফেরেশতারা এবার হকচকিয়ে গেলো। রাবেয়া বসরী এবার হালকা ধমকের সাথে বললেন, 'কোথা থেকে এসেছো তোমরা?' ফেরেশতারা বলল, 'আল্লাহ পাকের আরশে মোয়াল্লা থেকে।' এবার রাবেয়া বসরী রীতিমতো ধমক লাগিয়ে দিলেন, 'অতদূর থেকে এসে তোমরা ভোলোনি কে তোমাদের রব আর কি উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছো? আর আমি দুনিয়া থেকে সামান্য একটু মাটির নিচে এসে কি সব ভুলে গেছি? বেয়াদব যাও আমার সম্মুখ থেকে।' ফেরেশতারা ভয়ে দ্রুত চলে গেলো আল্লাহ পাকের কাছে। বলল, 'মাবুদ তোমার বান্দী কি বলে?' মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ফেরেশতা আমার বান্দীর কাছে আর তোমাদের যাওয়ার দরকার নেই। তাকে বিরক্ত করো না।'

এমন উচ্চ মরতবা সম্পন্ন আবেদা নারী সম্পর্কে আপনি বাজে মন্তব্য করেছেন। আমি সত্যি আপনার উপর নারাজ হয়েছি।

আমি বললাম, 'আপা রাবেয়া বসরী আপনার চেয়ে আমার কাছে কম প্রিয় নন, আমি কি খারাপ কথা বলেছি?'

মহিলা রাগত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি বলেছেন, রাবেয়া বসরী একজনের ক্রীতদাসী ছিলেন। আর মালিকের কাছে তিনি হালাল ছিলেন। ছি! ছি!'

আমি বললাম, 'তা আপনি আমার উপর রাগ করবেন কেন। কথাটা যে সত্যি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি বড় মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেন। আর রাবেয়া বসরী যে ঐভাবে ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেছেন তা আপনি জানলেন কি করে? মহিলা বললেন 'কেতাবে পড়েছি।'

বললাম, 'সেই কথাই তো বলছি, কেতাব ওয়ালারা বিষয়টা জানল কি করে? সেখানে কোনো সাংবাদিক ছিলেন না কিংবা কেতাব ওয়ালা নিজেও ছিলেন না।'

মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি আবার বললাম, 'আপা আমার ওপর রাগ না করে বিষয়টা সুস্থ মাথায় ভেবে দেখেন। রাবেয়া বসরী রসূল স.-এর আগের কিংবা তাঁর সময়ের কেউ নন। অনেক পরের মানুষ। রসূল স. বাদে কবরের ঘটনা জানার কোনো মাধ্যম কি আমাদের আছে?'

www.amarboi.org

মনে হলো মহিলা বুঝি একটু নরম হলেন। 'কেতাবে তাহলে এসব কথা লিখেছে কেন?' বলে রাবেয়া বসরীর জীবনী গ্রন্থখানা আমার হাতে দিলেন। কি বিভ্রান্তিকর তথ্য সমৃদ্ধ গল্প। মানুষ গল্প প্রিয়। গল্প তার ভালো লাগে। জ্ঞানের কথা ভালো লাগে না। তাই দেখা যায় আমাদের তারবিয়াতী বৈঠকে যতো লোক হাজির করতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি লোক হাজির হয় ইসলামী কথার নামে এসব গল্প বলার আসরে। চরমোনায়ের মুরীদ থাকাকালীন সময়ে এসব গল্পের আসরে পবিত্র দায়িত্বানুভূতি নিয়ে নিজে বসেছি অপরকে দাওয়াতও দিয়েছি।

চরমোনায়ের পীরের মাহফিলের আর একটি গল্পের উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না।

একদেশে এক বড় আলেম ছিলেন। কুরআন হাদীস এবং ফেকাহ শাস্ত্রের উপর তার বিরাট দখল। ঐ এলাকাতেই এক অল্পশিক্ষিত পীর ছিলেন। আলেম সাহেব পীর সাহেবকে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখতেন। একদিন পীর সাহেবকে দেখে বললেন, 'আচ্ছা পীর সাহেব বলুন তো ইসলামের স্তম্ভ কয়টি?' পীর সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'ছয়টি।' কৌতুকের হাসি আলেম সাহেবের মুখে। বললেন, 'আমি তো জানি পাঁচটি। ছয়টি কি করে হলো। ছয়টি কি কি? আমাকে একটু জানান।'

পীর সাহেব তেমনি গাম্ভীর্যের সাথে বললেন, 'ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আর রুটি।'

আলেম সাহেব আর তার তালবে এলেম যারা ছিল হো হো করে হেসে উঠলেন। আলেম সাহেব বললেন, এই রুটি ইসলামের স্তম্ভ? 'হ্যাঁ এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। এটা না থাকলে কিছুই থাকে না।' আরো গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন পীর সাহেব। এই মূর্খ পীরের কাছে না যাওয়ার জন্য জনগণকে উপদেশ দিয়ে আলেম সাহেব ঐ বছর হজ্জে চলে গেলেন। ফিরে এলেন সাত বছর পরে, এই সাত বছরে তিনি সাত বার হজ্ব করেছেন। ১৪ বার ওমরা করেছেন। আরও প্রচুর নেক কাজ করে দেশে ফেরার পথে জাহাজ ডুবি হলো। একখানা ভাঙ্গা তক্তা ধরে কোন মতে আলেম সাহেব এক নির্জন দ্বীপে আশ্রয় নিলেন। সমুদ্রের পানি প্রচণ্ড লবণাক্ত হওয়ায় তা খাওয়ার অনুপযুক্ত। তা ছাড়া গোটা দ্বীপ খুঁজে খাওয়ার মতো কিছু পেলেন না। সন্ধ্যা হয়ে এলো। হিংস্র জীব জন্তুর ভয়ে গাছে উঠে রাত কাটালেন আলেম সাহেব। এভাবে তিনদিন পার হওয়ার পর। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আলেম সাহেবের মরণাপন্ন অবস্থা। এমন সময় এক রুটি ওয়ালা এসে হাজির। রুটি আর ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি নিয়ে। আলেম সাহেব তার কাছে রুটি আর পানি চাইলেন কিন্তু ব্যবসায়ী রুটি ওয়ালা তাকে বিনা মূল্যে রুটি দিতে রাজি হলো না। আলেম সাহেব জোড় হাত করে মিনতির সাথে বললেন। ভাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার প্রাণ

www.amarboi.org

যায়। আমি কপর্দক হীন। সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে আমার সমস্ত-মালসামান নিয়ে। তোমার রুটি আর পানির মূল্য দেওয়ার মতো কিছুই যে আমার নেই।'

রুটি ওয়ালা বলল, 'তুমি যে সাত বার হজ্ব করেছ তার সওয়াব আমাকে লিখে দাও আমি তোমাকে রুটি আর পানি দেব।' বলে রুটি ওয়ালা এক টুকরা কাগজ আর কলম বের করল। অগত্যা আলেম সাহেব লিখে দিলেন 'তিন খানা রুটি আর পানির বিনিময়ে আমি আমার সাত বছরের সাতটি হজ্বের সওয়াব এই রুটি ওয়ালাকে দিয়ে দিলাম।' ক্ষুধার্ত আলেম সাহেব খাওয়ায় মনোযোগী হতেই রুটি ওয়ালা চলে গেলো। খাওয়া শেষ হলে আলেম সাহেব ভাবলেন হায়! রুটি ওয়ালার সাথে গেলে বোধ হয় লোকালয়ে যাওয়া যেত! তারপর আর রুটি ওয়ালা আসে না আলেম সাহেব ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরণাপন্ন অবস্থা চারদিন পার করে দিয়ে সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে রুটি ওয়ালা এসে হাজির। আজকের প্রস্তাব— 'তোমার চোদ্দটা ওমরার সওয়াব লিখে দিলে খাদ্য পানীয় পাওয়া যাবে। উপায়ান্তর না দেখে আলেম সাহেব তাই করলেন। এবারও আলেম সাহেব খাওয়ায় মনোযোগী হতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেলো রুটি ওয়ালা। তারপর আসল পাঁচ দিন পরে সকাল বেলা। আলেম সাহেবের তখন আর উঠে বসার শক্তি নেই। আজকের প্রস্তাব 'তোমার সারাজীবনের সব ইবাদতের সওয়াব লিখে দিতে হবে।' আলেম সাহেব তাই করলেন। হঠাৎ সেই দিনই উদ্ধারকারী জাহাজ এসে হাজির হলো। আলেম সাহেব দেশে ফিরে এলেন। কয়েকদিন এদিক ওদিক বিভিন্ন লোকের সাথে দেখা সাক্ষাতের পর একদিন দেখা হলো সেই পীর সাহেবের সাথে। দেখা হতেই আলেম সাহেব কৌতুক করে বললেন, 'কি পীর সাহেব কেমন আছেন? ইসলামের স্তম্ভ কি ছয়টিই আছে না পাঁচটি হলো?'

পীর সাহেব মুচকি হেসে বললেন, 'ইসলামের স্তম্ভ যে ছয়টি আর রুটি পানি যে প্রধান স্তম্ভ তাতো আপনার কাছে প্রমাণিত। ঐ একটি স্তম্ভের অভাব ছিল আপনার। যার জন্য সারা জীবনের ইবাদত বরবাদ করে দিয়েছেন। মনে নেই?' আলেম সাহেবের দেহ ভয়ে কেঁপে উঠলো। বললেন, 'তার মানে?' পীর সাহেব হাতের মুঠি খুলে, সেই তিন খানা কাগজ দেখালেন যার একটিতে লেখা 'আমার সাত বছরের সাতটি হজ্ব রুটি পানির বিনিময়ে লিখে দিলাম।' দ্বিতীয়টিতে লেখা 'আমার চোদ্দটি ওমরার সওয়াব এবং তৃতীয়টিতে লেখা সারা জীবনের সব ইবাদত এই রুটি পানির বিনিময়ে রুটি ওয়ালাকে দিয়ে দিলাম। লেখক সাহেবের নিজ হাতে লেখা এবং নাম সই করা।'

আলেম সাহেব পীর সাহেবের পায়ের উপর পড়ে গেলেন। পা চুম্বন করে বলতে লাগলেন 'আমাকে মাফ করে দিন আমাকে মাফ করে দিন।'

www.amarboi.org

এই গল্পের উদ্দেশ্যও সুদূরপ্রসারী। অর্থাৎ এলেম অর্জন করে কিছু হবে না আসল কথা পীর ধরা। পীর সাহেব কেঁদে কেঁদে বলতেন। বাবারা পীর না ধরলে পার হওয়া যাবে না।' পীর মুরীদকে পুলসিরাত পার করে নিয়ে যাবেন।

আর একটা গল্প বলতে বলতে পীর সাহেব নিজে কাঁদলেন অপরকে কাঁদালেন। গল্পটি পারস্যের কবি হাফিজকে নিয়ে। কবি হাফিজ একবার নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে নৌকায় কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নৌকায় ডাকাতি হয়। মাল সামানের সাথে কবি হাফিজের স্ত্রীকেও ডাকাতরা জোর করে ধরে নিয়ে যায়। হাফিজ কপর্দকহীন হয়ে ভবঘুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে তার পীরের আস্তানায় এসে হাজির হলেন। নিজের সর্বনাশের কথা বললেন। পীর সাহেব সব শুনে দশ হাজার টাকা হাফিজকে দিয়ে বললেন। মন ভালো করো বেটা। এই টাকা নিয়ে শহরের শ্রেষ্ঠ বাইজীর বাড়িতে আজ রাত কাটাও আগামীকাল যা হয় একটা কিছু করা যাবে।' হাফিজের তো আক্কেল গুড়ুম। বলে কি পীর সাহেব? কিন্তু খাস মুরীদ হাফিজ পীরের আদব জানেন। পীরের নির্দেশ আপাত দৃষ্টিতে শরীয়ত বিরোধী মনে হলেও তা পালন করতে হবে।

হাফিজ অনেক খুঁজে পেয়ে গেলেন শ্রেষ্ঠ বাইজীর ঠিকানা। যথারীতি দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে ঢুকে গেলেন তার ঘরে। ঘরে ঢুকেই দেখলেন মাথা নিচু করে বসে আছে এক নারী। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কবি হাফিজ দেখার চেষ্টাও করলেন না, এক পাশে সরে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাম ফিরাতেই দেখলেন মহিলা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আরে! এ যে তার স্ত্রী। ডাকাতেরা তাকে এখানে বিক্রি করে দিয়ে গেছে।

এই সব গল্প পীর সাহেব এবং তাদের খাস মুরীদদের তৈরি করা। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর মধ্যে সত্যের নাম গন্ধও নেই। এই সব গল্পের উপসংহারে বলা হয়, বাবারা পীরের কথার মধ্যে দোষ খুঁজতে যেও না। পীর যা বলেন মাথা নত করে তা মান্য করো। এর মধ্যেই তোমার কল্যাণ। এর মধ্যেই তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল লুকিয়ে আছে।

অথচ ইসলামের শিক্ষা একমাত্র রসূল স.-এর আনুগত্যই শর্তহীন আর সব নেতার আনুগত্য শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ নির্দেশ হতে হবে শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে। হযরত আবুবকর রা. খেলাফতের দায়িত্ব পেয়ে জনগণকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা দিলেন।' যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশিত তরিকার উপর আছি ততক্ষণ তোমরা আমার অনুগত্য করবে আর শরীয়তের সীমানা থেকে আমি সামান্যতম দূরে সরে গেলে তোমরা আমার অনুগত্য পরিহার করবে।

www.amarboi.org

হযরত ওমর রা. একদিন জুময়ার নামাযের খুতবার আগে বললেন, 'হে জনগণ! আমি যদি আল্লাহ এবং তার রসূলের নির্দেশিত পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যাই তাহলে তোমরা কি করবে?' জনগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন। তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, 'তখন আমার তরবারিই তার জবাব দেবে।' হযরত ওমর রা. যারপরনাই খুশি হলেন। বললেন, 'যতোক্ষণ পর্যন্ত সমাজে তোমার মতো মুসলমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে গোমরাহী প্রবেশ করতে পারবে না।'

পক্ষান্তরে পীর সাহেবদের উপরোক্ত গল্পের আলোকে যে শিক্ষা তা কি মূল শিক্ষার পরিপন্থী নয়?

প্রথম গল্পটিতে দেখানো হয়েছে আলেমের চেয়ে অশিক্ষিত পীর নামধারী আবেদের মর্যাদা অনেক বেশি। অথচ রসূল স. বলেন, 'তোমাদের সকলের চেয়ে আমার মর্যাদা যেমন বেশি তেমনি আবেদের তুলনায় আলেমের মর্যাদা বেশি।'

এই সব গল্পের আসরে বসে আমার একটা বুঝ হয়েছে যে এই গল্পগুলো যারা তৈরি করেছেন তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই গল্পগুলো তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই— ইসলামকে কুয়াশাবৃত করা।

গল্পপ্রিয়, ইসলাম বিদ্বেষী অশিক্ষিত আকবর বাদশার মনোরঞ্জনের জন্য তখনকার কিছু বেঈমান আলেম ও স্বার্থপর পণ্ডিত ব্যক্তি হিন্দুধর্মের সাথে মিল রেখে কিছু গল্প তৈরি করে এবং রাজকীয় ছত্রছায়ায় প্রচার করে।

পরবর্তীতে ইহুদীবাদী শত্রুরা তাদের সুদূরপ্রসারী স্বার্থ বাস্তবায়িত করার জন্য কিছু গল্প তৈরি করিয়ে নেয় তথাকথিত মুসলমানদের দ্বারাই। যেমন ইব্রাহীম আদহাম, শেখ ফরিদ এবং আরো কিছু নামকরা মোজাদ্দেদ-এর নামে। যা তাজকেরাতুল আউলিয়া নামে আমাদের সমাজে আজও সম্মানের সাথে বিরাজ করছে। এমনি আরো বেশ কিছু গ্রন্থ যা ইসলামী ঈমান ও আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিভ্রান্তিকর এবং ক্ষতিকর গ্রন্থখানীর নাম 'বিষাদ সিন্ধু'।

মীর মোশাররফ হোসেন এই বিখ্যাত (?) গ্রন্থখানিতে করুণ রস সরবরাহ করে কারবালার ট্রাজেডিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছেন। এই বই খানিকে কুরআন হাদীসের মতো সম্মান করা হয় এবং সওয়াবের আশায় পড়া হয়। 'বিষাদ সিন্ধু'তে দেখানো হয়েছে কারবালার ঘটনা ঘটেছিল জয়নাব নামের এক সুন্দরী মেয়েকে কেন্দ্র করে। তার মানে মীর মোশাররফ হোসেন দেখালেন কারবালার ঘটনা সম্পূর্ণ নারীঘটিত ব্যাপার। আর এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ইমাম হোসেন। কারণ ইয়াজিদের পছন্দ করা মেয়েকে শুধু পছন্দ করাই নয় ইয়াজিদ বিয়ের

www.amarboi.org

পয়গাম পাঠাচ্ছে সেই অবস্থায় ইমাম হোসেন সেই মেয়ের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠায়— মেয়ের গার্জিয়ান ইয়াজিদের চেয়ে ইমাম হোসেনকেই পছন্দ করে এবং ইয়াজিদকে বাদ দিয়ে ইমাম হোসেনের কাছেই মেয়ে বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়।

রসূল স.-এর নাতী হযরত ফাতেমা রা. এবং হযরত আলী রা. এর পুত্র ইমাম হোসেন সম্পর্কে এতো বড় মিথ্যা অপবাদ মীর মোশাররফ হোসেন কিভাবে আরোপ করতে পারলেন ভেবে পাই না। এমন একটা সময় ছিল যখন প্রতি বছর মুহররম মাসের দশ তারিখের রাতে অর্থাৎ আশুরার রাতে গ্রামের প্রায় ৩/৪ বড়িতে সারারাত ধরে 'বিষাদ সিন্ধু' পড়া হতো— প্রচুর লোক হাজির হতো, চোখের পানি ফেলত, সওয়াবের আশা নিয়ে রাত জেগে শুনত। আমার আম্মা বলেছেন, তার দাদী শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায়ই আসর নামাযের পর 'বিষাদ সিন্ধু' পড়তেন আর আশপাশের মহিলারা তা ভক্তি ভরে শুনতো। তৎকালীন সময়ে এই উপন্যাস খানা কুরআন হাদীসের মতো সম্মান পেতো মুসলমানের কাছে।

'স্যাটানিক ভার্সেস' এর লেখক যেমন ইসলামকে ঘায়েল করার জন্য লিখেছে। 'বিষাদ সিন্ধুর' উদ্দেশ্যও তাই। বরং স্যাটানিক ভার্সেসের চেয়ে বিষাদ সিন্ধুর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ষোল আনা। স্যাটানিক ভার্সেসকে বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান ঘৃণার চোখে দেখে আর লেখক সালমান রুশদি তো ভয়ে আজো কার্যত আত্মগোপন করে আছে। পক্ষান্তরে 'বিষাদ সিন্ধু' তৎকালীন মুসলমানরা তো ভক্তির সাথে পড়তোই এবং বর্তমান মুসলমানরাও অনেকেই জানে না বইখানি কতো জঘন্য মিথ্যায় পরিপূর্ণ।

বৃটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলায় প্রায় ১ লক্ষ ১৯ হাজার গ্রাম ছিল। প্রতি গ্রামে কমপক্ষে ৩/৪ খানা বই তো ছিলই। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও অনেক গ্রন্থ প্রণেতা মরহুম মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের সাহেব তার 'শহীদি কারবালা' গ্রন্থে একটি হিসাব করে, যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন এই বিরাট বইখানা চার/পাঁচ লক্ষ কপি ছাপতে যে মোটা অংকের টাকার প্রয়োজন, গ্রামে গ্রামে পৌছে দিতে যে প্রচার কার্যের প্রয়োজন হতো তা বৃটিশ সরকারই করেছে। বৃটিশ সরকার এই বইটা লিখতে মীর মোশাররফ হোসেনকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে এবং পরিকল্পিতভাবেই কারবালার মূল ঘটনাকে মিথ্যার কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়ার উদ্দেশ্যেই বইটা লেখানো হয়েছে। মোটা অংকের টাকা দিয়ে ছাপানো হয়েছে এবং বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী।

www.amarboi.org

যে কারণে হযরত ইমাম হোসেন জীবন দান করেছিলেন সেই ইসলামী চেতনা এই দেশের মুসলমানদের মনমস্তিষ্ক থেকে একেবারে মুছে ফেলাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য।

ইংরেজদের মতো সকল কায়েমী স্বার্থবাদীরাই এমন ধরনের গল্প তৈরি করেছে যাতে মুসলমানদের জীবন থেকে জেহাদী জযবা একেবারে হারিয়ে যায়। ইসলাম যেনো বন্দী হয়ে যায় কয়েকটি অনুষ্ঠানের মধ্যে।

আরব, ইরান, ইয়েমেন থেকে যে সকল মর্দে মুজাহিদ, দায়ী ইল্লাল্লাহর কাজ করতে বুকে ভালোবাসা, মুখে কুরআনের বাণী আর হাতে সেবার দায়িত্ব নিয়ে এদেশে এসেছিলেন তাদেরকেও আজ রূপকথার রাজকুমার বানিয়ে ফেলেছে এইসব গল্পকারেরা। তাদের সঠিক ইতিহাসকে পরবর্তী বংশধরদের কাছে বিকৃত করে তুলে ধরা হচ্ছে।

শাহ জালাল র., খাজাহান আলী র., শাহ পরান র., বায়েজিদ বোস্তামী র., শাহ গরীবুল্লাহ এরা ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠতম আলেম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুজাহিদ, আপোষহীন মুজাদ্দিদ। তারা এসেছিলেন ভারতবর্ষে তৌহিদের বাণী নিয়ে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে কুফরী, শেরেকী, বেদাতী পচা ডোবা থেকে উদ্ধার করে নির্ভেজাল ইসলামী সালসাবিলে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করতে। এসেছিলেন ব্রাহ্মণ এবং ধনিক শ্রেণীর হাতে নিগৃহীত বঞ্চিত মানবতাকে মুক্তি দিতে। এসেছিলেন রাজা এবং জমিদারদের কবল থেকে মজলুম দরিদ্র শ্রেণীকে উদ্ধার করতে।

তারা যাদু, মন্ত্র, ফু-এর তেলেসমাতি দিয়ে এদেশ জয় করেননি— করেছিলেন সেবা প্রেম আর শক্তি দিয়ে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে।

যাদেরকে তৎকালীন ভারতীয় অত্যাচারী রাজা ও জমিদারেরা বন্দী করতে পারেনি আজ তাদের ভক্ত বলে শিষ্য বলে দাবিদার ঐসব মিথ্যা গল্পকারেরা তাদের বন্দী করেছে মিথ্যার বেড়াজালে। তাই তো একদল জেহাদ বলতে বোঝে বিছানাপত্র নিয়ে চিল্লায় যাওয়া আর একদল বোঝে কুরআন হাদীস বহির্ভূত তথাকথিত পীর সাহেবদের মনগড়া সবক আদায় করা। এর কোনটিই রসূল স.-এর শিক্ষার মধ্যে নেই। ইসলাম তো একটি ভরা পানির পাত্রের মতো। যেখানে আর একটুও পানি রাখার জায়গা নেই। আল্লাহ পাকই তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। রসূল স. আল্লাহর হুকুম যেভাবে পালন করেছেন, যেভাবে পালন করতে বলেছেন সেভাবে ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে সওয়াবের আশায় করার তা পালন করার নাম এবদাত নয়। তা আপাত দৃষ্টিতে সে কাজকে যত ভালোই মনে হোক না কেন।

বুঝি না অলৌকিক গল্পের প্রতি মুসলমানদের এতো টান কেনো? সুযোগ পেলেই বড় কোনো মোজাদ্দেদ কিংবা আলেম ব্যক্তিত্বকে আমরা রূপকথার নায়ক

www.amarboi.org

বানাতে চাই। ইসলাম একটি বাস্তব মতাদর্শ। আল্লাহ পাকের দেয়া একমাত্র জীবন বিধান। এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই, সবই বাস্তব।

হযরত আশরাফ আলী থানভী র. খুব বেশি আগের লোক নন। তার প্রণীত বিখ্যাত মাসলা মাসায়েল গ্রন্থ। বেহেশতি জেওর। যা আজও মুসলিম ঘরে ঘরে শ্রেষ্ঠ মাসলা মাসায়েলের কেতাব হিসাবে পড়া হয়। তিনি ছিলেন সে যুগের এবং এ যুগেরও শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন। তার জীবনীটাও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা চলছে।

ঘটনা নিম্নরূপ :

'আশরাফ আলী থানভী র. জন্মের পূর্বে আরও কয়েকটি পুত্র সন্তান মারা যাওয়াতে পিতা আব্দুল হকের মাতা হাফেজ গোলাম মোর্তজা সাহেব পানিপথীর খেদমতে আরয করেন। হাফেজ সাহেব বললেন, ওমর ও আলীর টানটানিতেই পুত্র সন্তানগুলো মারা যায়। এবার পুত্র সন্তান জন্ম নিলে হযরত আলীকে সোপর্দ করে দিও।' ইনশাল্লাহ জীবিত থাকবে। এই কথার অর্থ ছেলেদের পিতৃকূল ফারুকী মানে হযরত ওমরের বংশধর আর আব্দুল হকের মাতার বংশ আলভী অর্থ হযরত আলীর বংশধর। এ যাবৎ পুত্রদের নাম রাখা হচ্ছিল পিতার নামানুকরণে অর্থাৎ হক শব্দযোগে। যেমন আব্দুল হক, ফজলে হক ইত্যাদি। এবার পুত্র সন্তান হলে নাম রাখতে হবে হযরত আলীর নামের সাথে মিল রেখে। তারপর ঐভাবে নাম রাখা হয় যেমন আশরাফ আলী, আকবর আলী। এরার তারা হযরত ওমর ও আলীর হাত থেকে রক্ষা পান। হফেজ গোলাম মোর্তজা সাহেব ভবিষ্যতবাণী করে বলেন 'একজন হবে আমার মতো আলেম দীনদার অপরজন হবে দুনিয়াদার। পরবর্তীতে তাই হয়েছে।'

এই গাঁজাখোরী গল্পের কি মানে থাকতে পারে জানি না।

ছোটদেরকে ইসলামী গল্প শোনানোর নামে আমরা উপরোল্লিখিত গল্পগুলো শোনাই। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দেই। কারো আওলিয়ার কেচ্ছার নামে এমন কেচ্ছা শুনাই যা থেকে বাস্তব শিক্ষা নেয়ার কিছু নেই। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে এমন সব কথা বলে যার সাথে কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষার এতোটুকু সম্পর্ক নেই। এই বিভ্রান্তি থেকে কিভাবে বাঁচবে আমাদের সন্তানেরা?

আমার ছেলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তাহিরের খাতায় একদিন লেখা দেখি ঃ এই দোয়া পড়িয়া পানিতে ফুঁক দিয়া সেই পানি কন্যার গায়ে ছিটাইয়া দিলে কন্যা চলিয়া আসিবে।' আর সেই দোয়াটি হলো আয়তুল কুরসী। আমি তাহিরকে বললাম, 'বাবা তোমাকে কে বলেছে এই দোয়ার কথা?'

www.amarboi.org

তাহির বলল 'বাজারের মধ্যে এক লোক ওয়াজ করছিল। ঐ দোয়ার ক্ষমতার আরও কি কি দিক আছে যা খাতায় লেখা আছে। যেমন–

০ কোনো চোর বাড়ির চতুর সীমানায় আসবে না।

০ জ্বীন-ভূতের আসর হবে না।

০ যতো বড়ো অপরাধ করে এই দোয়া পড়িয়া হাকিমের সামনে গেলে হাকিমের মন নরম হবে।

০ ব্যবসায় লাভ হবে।

আরো অনেক আমার সব মনে নেই। আচ্ছা বলুনতো এর একটা কথাও কি কুরআন কিংবা হাদীসে আছে? অথচ আমাদের সন্তানদের মন মগজে শিশুকাল থেকেই ঐ কুশিক্ষা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এদেশের মানুষ শতকরা ৯০% মুসলমান। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আখেরাতকেও বিশ্বাস করে। জাহান্নামকে ভয় করে, জান্নাতে যেতে চায়। তাদের ঈমান আছে। কিন্তু সে ঈমান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু ভয় করে না, মান্যও করে না। আখেরাতকে বিশ্বাস করে কিন্তু তার উপযোগী কাজ করে না। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় শর্টকার্ট অলৌকিক কোনো রাস্তায়। কিন্তু কুরআন নির্দেশিত এবং হাদীস প্রদর্শিত রাস্তা ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং জান্নাতে প্রবেশ করার কোনো রাস্তা নেই।

পীর সাহেবরা খুব জোরের সাথে বলেন, পীর না ধরলে পার হওয়া যাবে না। এই উক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই উক্তিকে জনগণের মনমগজে বদ্ধমূল করার জন্য অনেক কথা অনেক গল্প তারা তৈরি করে। বিনা কষ্টে বিনা শ্রমে জান্নাতে যেতে পারলে কোনো মানুষ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দায়িত্ব পালন করতে যাবে?

মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে ৬০/৭০ বছর মুসলিম সমাজে বাস করে আমরা মুসলিম হতে পরলাম না শুধু সঠিক শিক্ষার অভাবে। এই শিক্ষার অভাবেই তসলিমা নাসরিনের মতো আহাম্মক মেয়ে বলতে পারে, 'আমি না চাইলেও মুসলিম শব্দটা আমার নামের সাথে ঝুলেই থাকে।'

হায়! মুসলিম যে নামের সাথে ঝুলে থাকার বিষয় নয় এ যে অর্জন করার ব্যাপার এ বুঝ আমাদের কবে আসবে?

তবে একটা গল্প আমার কাছে খুব সত্যি মনে হয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার দুর্গেশ নন্দিনী উপন্যাসে লিখেছেন। ঘটনা এ রকম—

গড় মান্দারণের রাজপুত্র জগৎসিংহ পাঠান নবাব ফতলুখাঁর হাতে বন্দী হয়ে পাঠান দুর্গে অবস্থান করেছিলেন। জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন গড় মান্দারণের হাটে হাটে সাবিত্রি সত্যবাণের পুঁথি বিক্রি করত আর সুর করে

www.amarboi.org

পড়ত সেই পণ্ডিত গজপতি বিদ্যা দিগগজ মশাই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে মানিকপীরের পুঁথি পড়ছে।

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে মানিক পীরের পুঁথি পড়ছেন কেন?'

ব্রাহ্মণ সুর থামিয়ে বলল, 'আমি মোসলমান হয়েছি।'

রাজপুত্র বললেন, 'কিভাবে?'

গজপতি বলল, 'যখন মুসলমান বাবুরা পড়ে এলেন তখন আমাকে বললেন আয় বামন তোর জাত মারব। এই বলে তারা আমাকে ধরে মুরগীর পালো খাওয়ায়ে দিল। আমি মোসলমান হয়ে গেলাম।'

রাজপুত্র জানতে চাইলেন, 'পালো কি?'

দিগগজ বলল, 'আতপ চাউল ঘৃতের পাক। সেই অবধি আমি মোসলমান।'

রাজপুত্র বললেন, 'আর সকলের খবর কি?'

দিগগজ বলল, 'আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐ রূপ মোসলমান হয়েছে। এখন আমার নাম শেখ দিগগজ।' আমারও তাই মনে হয়। আমরা বুঝি ঐ দিগগজেরই বংশধর। পালো খাওয়া মুসলমান। তা না-হলে কেন আজও ইসলামকে বুঝতে পারছি না? কেনো মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করছি? কেনো কুরআন থেকে হাদীস থেকে ইসলামকে জানার চেষ্টা করছি না? কেনো সত্যবান সাবিত্রির পুঁথি থেকে মানিক পীরের পুঁথিতে আটকে আছে আমাদের এলেম?

জানিনা কবে গল্পের গোলক ধাঁধা থেকে মুক্তি পাবে মুসলমান। কবে কুরআন থেকে শিক্ষা নেবে? কবে হাদীস থেকে এলেম পাবে আর ইতিহাস থেকে পাবে নিজেদের সার্বিক পরিচয়? কবে কুশিক্ষা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে মুসলমান? কবে তথাকথিত পীরদের কুহক থেকে নাজাত পাবে?

একবার এক পীর সাহেব এলেন তার মুরীদের বাড়িতে। মুরীদ সর্বক্ষণ ব্যস্ত, পেরেশান পীর সাহেবের খেদমতে।

মসজিদেরই পাশেই শান বাঁধানো বিরাট পুকুর। পীর সাহেব সেই পুকুর ঘাটে অজু করে উঠে দাঁড়াতেই কোলের মধ্যে খুলে রাখা ঘড়িটা পড়ে গেলো পানিতে। হুজুর মুরীদকে ডেকে বললেন, 'বাবা আমার ঘড়িটা পড়ে গেলো পানির মধ্যে।' মুরীদ দৌড়ে গেলো বাড়ির মধ্যে, তার ১৮/১৯ বছর বয়সের ছেলেকে বলল, 'সেলিম শিগগীর পুকুরে নাম তো।' ছেলে অবাক হয়ে বলল, 'কেন বাবা?'

'হুজুরের ঘড়ি পড়ে গেছে অজু করার সময়। তাড়াতাড়ি তুলে দে।'

মাঘ মাসের শীত। ছেলে বলল, 'এই শীতে আমি পানিতে নামেত পারব না বাবা। দুপুর বেলা গোসল করার সময় তুলে দেব।' মুরীদ সাহেব তো রেগে আগুন

www.amarboi.org

'এতো বড়ো বেয়াদপ। হুজুরের ঘড়ির চেয়ে তোর শীত বড় হলো। তুই এক্ষুণি তুলে দিবি ঘড়ি।'

ছেলে এবার অনুরোধ করে বলল, 'বাবা যে শীত, পানিতে নামলে মনে হয় আমি মরেই যাব...।'

বাপ আরও ক্ষেপে উঠল, 'বাঁচা মরা বুঝিনে, তুই পানিতে নামবি কিনা বল।'

এবার ছেলেও রেগে গে" বলল, 'না এখন আমি পারব না পরে তুলে দেব....।' কথা শেষ করতে না দিয়ে " চিৎকার করে উঠল। 'যা এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যা, তোকে আমি ত্যাজ্য করলাম। 'বেঈমানের বাচ্চা আর এক মুহূর্ত আমার সামনে থাকবি না।'

ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুরীদ সাহেবের মা এবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। ও বেঈমানের বাচ্চা, কারণ সত্যিই তুমি আর ঈমানদার নেই।'

তার মানে?' হুংকার দিয়ে উঠলেন মুরীদ সাহেব।

মা বললেন, 'তোমার এই ছেলে শীত আসার পর থেকে কতো দিন ফজর নামায পড়ে না, তখন তো তুমি কিছু বলো না। আমি বকাঝকা করলে তুমি বলো, আরে, থামো আর একটু বয়স হলে ঠিক হয়ে যাবে। ফজরের নামায পড়তে তো পুকুরে নেমে ডুব দেওয়া লাগে না, শুধু ওজু করতে হয়, সেই ওজু করার ভয়ে তোমার ছেলে যখন নামায পড়ে না— যে নামায আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন, আল্লাহ পাকের সরাসরি হুকুম— তুমিতো জানো তোমার ছেলে শীতের ভয়ে সেই নামায কাজা করে। তখন তুমি তাকে ত্যাজ্য করলে না। আর আজ তোমার পীরের খুশির জন্য এই মাঘ মাসের শীতের ভোরে পানিতে ডুব দিলো না বলে তুমি তাকে ত্যাজ্য করলে। তুমি তো আল্লাহর চেয়ে তোমার পীরকে অনেক উঁচুতে তুলে ফেললে। আল্লাহর হুকুমের চেয়ে পীরের হুকুমের বেশি মূল্য দিলে। তুমি তো সত্যি বেঈমান হয়ে গেছো।' ধীর কণ্ঠে কথাগুলো বলে ঘরে চলে গেলেন সঠিক বুঝ সম্পন্ন এই ভদ্র মহিলা।

পীর সাহেব আড়াল থেকে সব শুনে বললেন, 'এই ভদ্র মহিলা তোমার কে হন?'

মুরীদ মাথা নত করে বলল, 'আমার মা।'

পীর সাহেব বললেন, 'তোমার মা ঠিক কথা বলেছেন, তোমার মায়ের কাছে আমারও অনেক শেখার আছে।'

এই মায়ের মতো মা যদি আমাদের ঘরে ঘরে থাকত! জানি না কবে আসবে সেই দিন?

সমাপ্ত

www.amarboi.org

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০/-
৪.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৫.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২২/-
৬.	শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২২/-
৭.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৮.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৯.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
১০.	হাদীসে কুদ্‌সী	৬০/-
১১.	গীবত	৬০/-
১২.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২২/-
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২২/-
১৪.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০/-
১৫.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৬.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৭.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৮.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৯.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
২০.	সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	২৮/-
২১.	মানুষ কী মানুষের শত্রু	২২/-
২২.	নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২২/-
২৩.	নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২২/-
২৪.	তাওবাহ কেন করব কিভাবে করব	২২/-
২৫.	আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২২/-
২৬.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমী : একটি নাম একটি প্রতিশ্রুতি	১০০/-
২৭.	আল্লাহ্ তার নূরকে বিকশিত করবেনই	২২/-
২৮.	সাহাবীদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তাআলার জবাব	১২/-
২৯.	মহিমান্বিত তিনটি রাত	২২/-
৩০.	যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান	২২/-
৩১.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩২.	কি শেখায় মহররম	২২/-
৩৩.	বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা	৩০/-
৩৪.	শপথের মর্যাদা	২৪/-
৩৫.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩৬.	পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা	২২/-
৩৭.	দৈনন্দিন জীবনে রাসূল (স.)-এর সুন্নাত	২২/-
৩৮.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-১	২৫০/-
৩৯.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-২	২৫০/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন, বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮